দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 25 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

স্বাস্থ্য অধিদফতরের শক্তিশালী সিন্ডিকেট প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কামাচ্ছে লাখ লাখ টাকা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ স্বাস্থ্য অধিদফতরের কতিপয় কর্মচারী, ড্যাব নেতা এবং বেশ কয়েকটি কোচিং সেন্টার মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অধিদফতরকে ঘিরে ওই শক্তিশালী সিন্ডিকেট প্রতিবছরই প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিনিময়ে লাখ লাখ টাকা কামিয়ে থাকে। একই সঙ্গে থ্রী ডক্টরস নামক একটি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। এই সেন্টারের অধীনে কোচিং করেছে ২৫ প্রার্থী, এদের সকলেরই মেধাতালিকায় নাম রয়েছে বলে জনৈক অভিভাবক জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের 'আ' আদ্যাক্ষর নামের দুর্নীতিবাজ এক কর্মচারী, এক পরিচালকের পিএ এবং প্রভাবশালী ড্যাব নেতার যোগসাজশে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে থাকে। সূত্র মতে, এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে শিবির পরিচালিত রেটিনার সুসম্পর্ক রয়েছে।

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার নামে যা হচ্ছে

এদিকে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে পরীক্ষা বাতিলের দাবি জোরাল হয়ে উঠছে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, চিকিৎসক ও বিভিন্ন সংগঠন এই দাবিতে প্রতিদিনই মিছিল-সমাবেশ করছে। শুক্রবার বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হয়। পরে শহীদ মিনার থেকে একটি মিছিল প্রেসক্লাবের অভিমুখে অগ্রসর হলে হাইকোর্টের সামনে পুলিশ বাধা দেয়। এখানেই শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। একই দাবিতে মেডিক্যালে ভর্তিচ্ছুরা স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। অন্যদিকে মেডিক্যালের পর এবার ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। মিনারে অবস্থান কর্মসূচী পালন করবে বলে জানিয়েছে। ছাড়া আগামী ২৬ নবেম্বর সকালে দেশের ১৪টি মেডিক্যা কলেজের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দিয়ে আন্দোলনকারীরা।

১৭ নবেম্বর অনুষ্ঠিত এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা ও ত ফলাফল বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছা ইউনিয়ন। সংগঠনের সভাপতি সামসুল আলম সজ্জন সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুম এক যৌ বিবৃতিতে বলেছেন, চিকিৎসা শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে প্রশ্নপত্র ফা করা হয়েছে। পুনরায় ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে যদি ২৬ নবেম্ব থেকে ভর্তি শুরু করা হয় তবে তা প্রতিহত করা হবে। তাঁ বলেন, দীর্ঘদিন থেকে কোচিং সেন্টারের আড়ালে প্রশ্নপ ব্যবসা চালু থাকলেও প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী আগামীকাল রবিবার রিট পিটিশন করবেন বলে জা গেছে। অন্যদিকে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচাল (চিকিৎসা শিক্ষা) ডা. শেফায়েত উল্লাহ বলেছেন, তাঁদে কাছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন যথাযথ প্রমাণ কেউ দি পারেনি। ফলাফল প্রকাশের পাঁচ দিন পর এই ধরনে অভিযোগকে তিনি ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ফলাফ বাতিলের কোন কারণ নেই। তবে তিনি স্বীকার করেন যে কতিপয় কোচিং সেন্টার এই ধরনের গুজব ছড়িয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে থাকে। এই ব্যাপারে আমর আগেই সতর্ক করেছি।

এদিকে আগামী ১ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। ৫০ হাজা থেকে এক লাখ টাকায় নগরীর বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও এ শ্রেণীর চিকিৎসকরা এই প্রশ্নপত্র বিক্রি করছেন বলে জা